সংবাদ

তারিখ ... 17 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

নিয়ম লঙ্ঘন করে স্কুলগুলোতে অতিরিক্ত ভর্তি বন্ধ করুন

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে চলতি শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞাপিত আসনের বাইরে দেড় হাজার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করার অভিযোগ উঠেছে। সহযোগী দৈনিকের গত বুধবারের খবর অনুযায়ী, তদবিরের মাধ্যমে এবং টাকার বিনিময়ে এসব শিক্ষার্থীর বেশির ভাগকেই ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

ভর্তির ক্ষেত্রে এবার ঘোষিত নীতিমালায় স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা নিজ প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসন সংখ্যা উল্লেখ করে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ এ শূন্য আসনের বাইরে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। সুতরাং আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ গোপনে নীতিমালা ভঙ্গ করে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই এ অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও আওয়ামী লীগের পাশাপাশি বিএনপির কয়েকজন নেতারও সুপারিশ ছিল। আরও সুপারিশ ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন কোন কর্মকর্তারও।

শিক্ষক ও অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, কেষ্ট-বিষ্টুদের সুপারিশের পাশাপাশি পরিচালনা কমিটির সঙ্গে যুক্ত এবং স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কিছু ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করেছেন। একেকটি ভর্তিতে দুই থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কায় অভিভাবকরা নাম বলতে রাজি হননি। ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার ও অবৈধ অর্থপ্রাপ্তির প্রশ্নে দলীয় বিভাজন যে তখন গৌণ হয়ে যায়, আইডিয়াল স্কুলে অতিরিক্ত ভর্তির প্রশ্নে সেটাই আবার প্রমাণ হলো। এ তো শুধু একটি উদাহরণ। দেশের অন্যান্য স্কুলেও এমন অনিয়ম করা হয়।

উল্লেখ্য, গত শিক্ষাবর্ষেও এ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীতে ১ হাজার ৫৫০ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। এবারও এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির নাকের ডগায় নির্ধারিত আসনের দ্বিগুণ শিক্ষার্থী ভর্তি হলো। আমরা মনে করি, এ অনিয়মের জন্য এখানে টপ টু বটম দুর্নীতির একটি নেটওয়ার্ক কাজ করেছে। তা না হলে সুনির্দিষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে পরপর দু'বছরই শিক্ষার্থী ভর্তিতে এ ধরনের অনিয়ম হতে পারল।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মতো দেশের ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ পরিণতি সত্যিই দুঃখজনক। আমরা এর প্রতিবাদ করি। পাশাপাশি বিষয়টি এভাবে কেন হলো তা তদন্ত করে দেখতে আহ্বান করছি। বিষয়টির তদন্তে আমলাদের দিয়ে কমিটি হলে খুব লাভ হবে না। কারণ দেখা যাবে সেই আমলারাই হয়তো অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করতে সুপারিশ করেছিল।

গত ১৩ নভেম্বর জারি করা নীতিমালায় বলা হয়েছে, ভর্তি নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে। আমরা দেখতে চাই আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এখন কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অনেকেই এ ধরনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করায় নামকরা এ প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান নেমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন। আমরাও তাই মনে করি। সুতরাং যেভাবেই হোক এ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান সমুন্নত রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত সব দুর্নীতির অবসান ঘটাতে হবে।